প্রচলিত জাল হাদীস-১

ছাহিবে কুর-আন হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, অর্থঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। (বুখারী)
অতএব জাল হাদীস থেকে আপন জবান ও ঈমানের হিফাজত করা অতীব জরুরী।
হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের নির্দেশনায় মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের লিখিত প্রচলিত জাল হাদীস হতে সংগৃহীত জাল হাদীসের বর্ণনা ঃ

১। আমি ছিলাম গুপ্ত ভান্ডার, তখন আমার ইচ্ছে হল পরিচিত হওয়ার। তাই আমি জগতকে সৃষ্টি করলাম যেন (সৃষ্টিজগতের মাঝে) পরিচিত হই।
২। আমি 'মীম' বিহীন আহ্মাদ এবং 'আইন' বিহীন আরব।
৩। তোমাদের কেউ যদি পাথরের ব্যাপারেও সুধারণা রাখে তাহলে আলহ্ তায়ালা তা দ্বারা তার উপকার সাধন করবেন।
৪। মেরাজ রজনীতে রসূলুলাহ্ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালাম আলহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে নব্বই হাজার কালাম ও বাণী লাভ করেছিলেন। তন্মধ্যে ত্রিশ হাজার কালাম যাহেরী, যেগুলো উলামায়ে কেরামগণ জানেন। আর অবশিষ্ট ষাট হাজার কালাম বতেনী, যেগুলো রসূলুলাহ্ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালাম গোপনে একমাত্র হযরত আলী (রাঃ) কে বলে গেছেন। তাঁর নিকট থেকে ছিনা পরম্পরায় পরবর্তী সূফী, ফকীর ও দরবেশদের নিকট তা পৌঁছেছে। ফকীর দরবেশদের নিকট গচ্ছিত বাতেনী এই ষাট হাজার কালাম উলামায়ে কেরাম না জানার কারনে তারা ফকীর-দরবেশদের মধ্যে একটা কিছু দেখলেই তাদের উপর আপত্তি করে বসেন।
৫। যখন তোমরা কোন ব্যাপারে পেরেশান হও, তখন কবরবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা কর।
৬। আসমান ও যমীন আমাকে সংকুলান করেনা; কিন্তু একমাত্র আমার মুমিন বান্দার কলব আমাকে সংকুলান করে।
৭। কুলব আলহ্ তায়ালার ঘর।
৮। মুমিনের হৃদয় আলহ্ তায়ালার আরশ।
৯। আমার (আলহ্ তায়ালার) জন্যে যাদের হৃদয় ভগ্ন থাকে আমি তাদের সঙ্গে আছি।
১০। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর।
১১। যে ব্যক্তি আলহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির নিয়্যতে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ইল্‌মে দ্বীনের কিছু অংশ শিক্ষা করবে; আলহ্ তায়ালা তাকে সত্তরজন নবীর সওয়াব দান করবেন।
১২। আলেমের চেহারার দিকে একবার তাকানো আলহ্ তায়ালার নিকট ষাট বছরের রোয়া-নামাজের চেয়ে উত্তম।
১৩। যে ব্যাক্তি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাত করল, সে যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাত করল। যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে মুসাফাহা করল, সে যেন আমার সঙ্গে মুসাফাহা করল। যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে উঠাবসা করল, সে যেন আমার সঙ্গে উঠাবসা করল। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার সঙ্গে উঠাবসা করবে অর্থাৎ সংশ্রব অবলম্বন করবে, তাকে কিয়ামত দিবসে আমার নিকট বসানো হবে। অন্য কথায় - কিয়ামত দিবসে আমার প্রতিপালক তাকে আমার সঙ্গে জান্নাতে বসাবেন।
১৪। যে ব্যক্তি আলেমদের নিকট দুই মুহূর্ত বসবে, তাঁর সাথে দুই লোকমা খানা খাবে, তাঁর নিকট দু'টি কথা শুনবে অথবা তাঁর সাথে দুই কদম হাঁটবে, বিনিময়ে আলহ্ তায়ালা তাকে এমন দু'টি জান্নাত দান করবেন, যার প্রতিটি দুই দুনিয়ার সমান।
১৫। আলেমগণের সংশ্রবে একমুহূর্ত বসা আলহ্ তায়ালার নিকট হাজার হাজার বছর ইবাদত করা থেকে উত্তম।
১৬। আলহ্ তায়ালা আরশে মুআলার নীচে একটা শহর তৈরী করেছেন, যার দরজায় লেখা আছে, যে আলেমগণের সাক্ষাত লাভ করল, সে যেন নবীগণের সাক্ষাত লাভ করল।
১৭। কোন আলেমের মজলিসে উপস্থিত হওয়া এক হাজার রাকায়াত নামাজ, এক হাজার রোগী দেখা-শুনা এবং একহাজার জানাযায় উপস্থিত হওয়ার চেয়ে উত্তম। রসূলুলাহ্ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালামকে জিজ্ঞেস করা হল, আর কুর-আন তিলাওয়াত থেকেও? উত্তরে তিনি বললেন, ইল্‌ম ছাড়া কি কুর-আন উপকারী হতে পারে ?
১৮। যে ব্যক্তি কোন আলেমকে সম্মান করল, সে যেন সত্তরজন নবীকে সম্মান করল। যে ব্যক্তি কোন তালেবে ইল্‌কে সম্মান করল, সে যেন সত্তরজন শহীদকে সম্মান করল। আর যে ব্যক্তি ইল্‌ম ও উলামায়ে কেরামের সাথে মহব্বত রাখবে, জিন্দেগীতে তার কোন গুনাহ লেখা হবে না।
১৯। যে ব্যক্তি একজন খোদাভীরু আলেমের পিছনে নামাজ পড়ল, সে যেন একজন নবীর পিছনে নামাজ পড়ল।
২০। একজন আলেমের পিছনে নামাজ পড়া চার হাজার চারশত চৌচলিশ গুণ অধিক সওয়াব।

প্রচলিত জাল হাদীস-২

২১। আমার উম্মতের আলেমগণ বণী ইসরাঈলের নবীতুল্য।

২২। যখন কোন আলেম বা তালেবে ইল্‌ম কোন জনপদ অতিক্রম করে, তখন আলহ্ তায়ালা (তাঁদের বরকতে) চলিশ দিনের জন্য সে জনপদের কবরস্থানের আযাব মাফ করে দেন।

২৩। জান্নাতবাসীরা জান্নাতে গিয়েও উলামায়ে কেরামের প্রয়োজন অনুভব করবে। তা এইভাবে যে, প্রতি শুক্রবারে জান্নাতীরা যখন আলহ্ তায়ালার দীদার লাভ করবে, তখন আলহ্ তায়ালা তাদেরকে বলবেন, তোমাদের মনে যা চায় তাই আমার নিকট কামনা কর। জান্নাতীরা তখন উলামায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে বলবে, (আমাদেরকে বলেদিন) আমরা আলহ্ তায়ালার নিকট কী কী কামনা করব? তারা বলবেন, তোমরা (আলহ্ তায়ালার নিকট) অমুক অমুক বস্তু কামনা কর। সুতরাং তারা জান্নাতে গিয়েও উলামায়ে কেরামের মুখাপেক্ষী হবে।

২৪। যে ব্যক্তি বরাতের রাতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে গোসর করবে, তার গোসলের প্রতি ফোটা পানির পরিবর্তে তার আমলনামায় ৭০০ (সাতশত) রাকায়াত নফল নামাজের সওয়াব লেখা হবে।

২৫। যারা শবে কদরে ইবাদতের নিয়্যতে সন্ধ্যায় গোসল করবে, তাদের পা ধোয়া শেষ হতে না হতেই পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

২৬। একদা হযরত আলী (রাঃ) হুযুর ছলাল্লহু আলাইহি ওয়াছালামকে রমযানের তারাবীর ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ইরশাদ করেন ঃ

(১) যে ব্যক্তি রমজানের প্রথম রাতের তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা তার পাপ সমূহ এইভাবে মুছে দেবেন, যেন সে সদ্য প্রসূত শিশু।

(২) যে ব্যক্তি রমজানের দ্বিতীয় রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা তাকে এবং তার মুসলমান পিতা-মাতাকেও ক্ষমা করে দেবেন।

(৩) যে ব্যক্তি রমজানের তৃতীয় রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহর আরশ থেকে একজন ফেরেশতা ঘোষনা করতে থাকবে যে, তোমার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেছে; সুতরাং তুমি নতুন করে কাজ আরম্ভ কর।

(৪) যে ব্যক্তি রমজানের চতুর্থ রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, তাকে আসমানী চার কিতাব তথা তওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুর-আন তিলাওয়াত করার সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হবে।

(৫) যে ব্যক্তি রমজানের পঞ্চম রাত্রে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, তার আমলনামায় মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসায় নামাজ পড়ার পরিমাণ সওয়াব লিখা হবে।

(৬) যে ব্যক্তি রমজানের ষষ্ঠ রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, সে ফেরেশতাদের কেবলা বাইতুল মা'মূর তাওয়াফ করার সওয়াব পাবে এবং সমস্ত পাথর তার জন্যে মাগফিরাতের দু'য়া করতে থাকবে।

(৭) যে ব্যক্তি রমজানের সপ্তম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, সে ঐ ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবে, যে ফেরাউন ও হামানের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আঃ) এর যুদ্ধ দেখেছে এবং হযরত মূসা (আঃ) কে সাহায্য করেছে।

(৮) যে ব্যক্তি রমজানের অষ্টম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা তার উপর হযরত ইবরহীম (আঃ) এর ন্যায় রহমত বর্ষন করবেন।

(৯) যে ব্যক্তি রমজানের নবম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা তাকে মুহাম্মাদ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালামের বরাবর ইবাদত করার সওয়াব দান করবেন।

(১০) যে ব্যক্তি দশম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা তার উপর দুনিয়া ও আখেরাতে রহমত বর্ষণ করবেন।

(১১) যে ব্যক্তি একাদশ রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, দুনিয়া থেকে সে এমন নিস্পাপ হয়ে আখেরাতে যাবে, যেন সে সদ্য প্রসূত শিশু।

(১২) যে ব্যক্তি রমজানের দ্বাদশ রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, কিয়ামতের ময়দানে তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে।

(১৩) যে ব্যক্তি রমজানের ত্রয়োদশ রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, কিয়ামতের ময়দানে সে সকল অনিষ্ট হতে মুক্ত থাকবে এবং মুসিবত তার কাছেও আসবে না।

(১৪) যে ব্যক্তি রমজানের চতুর্দশ রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, ফেরেশতারা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে, সে তারাবীর নামাজ আদায় করেছে এবং আলহ্ তায়ালা তাকে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

প্রচলিত জাল হাদীস-৩

(১৫) যে ব্যক্তি রমজানের পঞ্চদশ রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালার আরশ ও কুরসী বহনকারী ফেরেশতারা তার জন্যে দু'য়া করবে।

(১৬) যে ব্যক্তি রমজানের ষষ্ঠদশ রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা তার জন্যে জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তির ফরমান লিখে দিবেন।

(১৭) যে ব্যক্তি রমজানের সপ্তদশ রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা তাকে নবীদের সমান সওয়াব দান করবেন।

(১৮) যে ব্যক্তি রমজানের অষ্টাদশ রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, পুরষ্কার স্বরূপ একজন ফেরেশতা ঘোষণা করবে যে, তার ও তার পিতা-মাতার সঙ্গে আলহ্ তায়ালা থাকবেন।

(১৯) যে ব্যক্তি উনবিংশ রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তা'য়ালা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করবেন।

(২০) যে ব্যক্তি রমজানের বিশতম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা তাকে শহীদ ও সালেকীনের সওয়াব দান করবেন।

(২১) যে ব্যক্তি রমজানের একুশতম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা তার জন্যে জান্নাতের মধ্যে একটি নূরের বালাখানা তৈরী করবেন।

(২২) যে ব্যক্তি রমজানের বাইশতম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা কিয়ামতের ময়দানে তাকে এমনভাবে উঠাবেন যে, তার কোন দুশ্চিন্তা এবং ভয় থাকবে না ।

(২৩) যে ব্যক্তি রমজানের তেইশতম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর তৈরী করবেন।

(২৪) যে ব্যক্তি রমজানের চব্বিশতম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা তার চব্বিশটি দু'য়া কবুল করবেন।

(২৫) যে ব্যক্তি রমজানের পঁচিশতম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা তার কবরের আযাব দূর করে দিবেন।

(২৬) যে ব্যক্তি রমজানের ছাব্বিশতম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা চলিশ বছরের ইবাদতের সওয়াব দ্বারা তাকে পুরস্কৃত করবেন।

(২৭) যে ব্যক্তি রমজানের সাতাশতম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, সে আলোর গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে।

(২৮) যে ব্যক্তি রমজানের আটাশতম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা জান্নাতে তার মর্যাদাকে একহাজার গুণ বৃদ্ধি করবেন।

(২৯) যে ব্যক্তি রমজানের উনত্রিশতম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা একহাজার কবূল হজ্বের সওয়াব দান করবেন।

(৩০) যে ব্যক্তি রমজানের ত্রিশতম রাতে তারাবীর নামাজ আদায় করবে, আলহ্ তায়ালা তাকে জান্নাতের সর্বপ্রকার ফল খেতে হুকুম করবেন, সালসাবীল নদীতে গোসল করতে বলবেন এবং হাউজে কাউসারের পানি পান করতে বলবেন এবং আলহ্ তায়ালা তাকে সম্বোধন করবেন যে, আমি তোমার প্রভু এবং তুমি আমার বান্দা।

২৭। যে ব্যক্তি রমজান মাসের শেষ জুমুআয় ফরজ নামাজের মধ্য থেকে কোন একটি কাযা নামাজ আদায় করবে, সেটি তার জীবনের সত্তর বছরের কাযা নামাজের জন্যে যথেষ্ট হবে।

২৮। যে ব্যক্তি রমজানের শেষ জুমুআয় যোহরের পূর্বে চার রাকায়াত নামাজ পড়বে, তা তার সারা জীবনের কাযা নামাজের কাফফারা হয়ে যাবে।

২৯। যার এত অধিক নামাজ কাযা হয়েছে যে, তার রাকায়াত সংখ্যা জানা নেই, সে যেন জুমুআর দিনে এক সালামে চার রাকায়াত নফল নামাজ পড়ে নেয়, যার প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সাত বার আয়াতুল কুরসী, পনের বার সূরা কাউসার পড়বে।

৩০। আযান, ইকামত ও তাকবীরে জযম হবে।

৩১। যে ব্যক্তি আযানের সময় কথা বলবে তার ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

৩২। আযান দেওয়ার সময় এবং আযান শ্রবনের সময় দুনিয়াবী কোন কথা বললে চলিশ বছরের নেকী নষ্ট হয়ে যায়।

প্রচলিত জাল হাদীস-৪

৩৩। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন মুআযযিনকে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুলহ্' বলতে শুনলেন, তখন তিনিও তা বললেন এবং তর্জনী আঙ্গুলদ্বয়ে চুমো খেয়ে তা চোখে বুলিয়ে নিলেন। (তা দেখে) রসূলুলাহ্ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি আমার দোস্তের ন্যায় আমল করবে, তার জন্যে আমার সুপারিশ অবধারিত।

৩৪। যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে আলহ তায়ালা তার চলিশ বছরের নেক আমল বরবাদ করে দিবেন।

৩৫। মসজিদে (দুনিয়াবি) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে খতম করে, যেমন পশু ঘাস খেয়ে খতম করে ফেলে।

৩৬। মসজিদে (দুনিয়াবী) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে খতম করে, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে।

৩৭। আংটি পরা অবস্থায় এক রাকাআত নামাজ আংটি বিহীন সত্তর রাকাআতের সমান সওয়াব।

৩৮। যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করল, সে যেন হযরত আদম (আঃ) এর সাথে পঞ্চাশবার হজ্ব করল। আর যে ব্যক্তি যোহরের নামাজ জামাআতর সাথে আদায় করল, সে যেন হযরত নুহ (আঃ) এর সাথে ৩০/৪০ বার হজ্ব করল।

৩৯। পাগড়ীবিশিষ্ট দু'রাকাআত নামাজ, পাগড়ীবিহীন সত্তর রাকাআতের চেয়েও উত্তম।

৪০। বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকাআত নামাজ, অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাকাআতের চেয়েও উত্তম।

৪১। বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকাআত নামাজ অবিবাহিত ব্যক্তির বিরাশি রাকাআতের চেয়েও উত্তম।

৪২। আলহ্ রব্বুল আ'লামীন কাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, প্রতি বছর ছয় লক্ষ হাজী হজ্ব পালন করবে। হাজীর সংখ্যা কম হলে আলহ্ তায়ালা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তা পূর্ণ করে দেবেন। কাবা শরীফকে হাশরের ময়দানে নববধুর মত সজ্জিত করে উপস্থিত করা হবে। আর যারা হজ্ব পালন করেছে তারা কাবার আঁচল ধরে চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে; এরপর কাবা জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তারাও কাবার সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৪৩। যে ব্যক্তি শনিবার দিন প্রতি রাকাআত সূরা ফাতিহা, তিনবার সূরা ইখলাস এবং একবার আয়াতুল কুরসী দিয়ে চার রাকাআত নামাজ আদায় করবে আলহ্ তায়ালা তাকে প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে হজ্ব ও উমরার সওয়াব দান করবেন। প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে একবছর দিনে রোজা এবং রাতে নামাজ আদায়ের নেকী দান করবেন। আলহ্ তায়ালা তাকে প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে একজন শহীদের সওয়াব দান করবেন এবং সে ব্যক্তি নবী ও শহীদদের সাথে আরশের ছায়াতলে স্থান লাভ করবে।

৪৪। স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ।

৪৫। মুমিনের ঝুটা ওষুধ

৪৬। মুমিনের থুথু ওষুধ

৪৭। পাকস্থলী রোগকেন্দ্র এবং ওষুধের মূলকথা হলো পরিহার করে চলা।

৪৮। তোমরা লবণ ব্যবহার কর। কেননা তা সত্তরটি রোগের ওষুধ।

৪৯। যে ব্যক্তি খাবারের আগে ও পরে লবণ খায়, সে তিনশত ষাটটি রোগ হতে নিরাপদ থাকে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন হল কুষ্ঠ ও ধ্বল।

৫০। রসূলুলহ্ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালাম ডান হাতের তর্জনী হতে নখ কাটা আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করতেন। বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল হতে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করতেন।

৫১। যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান।

৫২। যে ব্যক্তি নিজকে চিনতে পেরেছে সে আপন প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করেছে।

৫৩। সমবেত প্রতিটি জামাআতেই আলহ্ তায়ালার একজন ওলী থাকেন। তারাও জানেনা সে কে, এমনকি সে নিজেও জানে না।

৫৪। প্রতি চলিশজনে একজন আলহর ওলী থাকেন।

৫৫। আলহ্ তায়ালার সাথে আমার এমন সময় নির্ধারিত আছে, তখন কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা বা কোন নবীও (আমার নিকট আসার) সুযোগ পায় না।

৫৬। মরার আগে মর।

৫৭। আলেমগণ ব্যতীত সকল মানুষই ধ্বংসের পথে; আবার আমলদার আলেমগণ ব্যতীত খোদ আলেমরাও ধ্বংসের পথে; আমলদার আলেমরাও ধ্বংসের পথে, তবে যারা ইখলাসওয়ালা; আর ইখলাস ওয়ালারা আছেন ভীষন ভয়ের মধ্যে।

৫৮। আযানের দুআয় 'ওয়াদ্দারাজাতার রফীআ' বৃদ্ধি।

৫৯। আযানের দুআয় 'ইয়া আরহামার রহিমিন' বৃদ্ধি।

প্রচলিত জাল হাদীস-৫

৬০। নামায শেষে 'হায়্যিনা রব্বানা বিসসালাম.... ওয়া মিনকাস সালাম'- এরপর যে ইলাইকা ইয়ারজিউস সালাম .....বৃদ্ধি করা হয় এর কোন ভিত্তি নেই।

৬১। সত্তর হাজার বার কালিমা পাঠ করে এর সওয়াব মৃত ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করলে সে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে।

৬২। প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা, তবে ইবাদত সংক্রান্ত হলে ভিন্ন কথা।

৬৩। পৃথিবী একটা পাথরের উপর। পাথরটি একটি ষাড়ের শিং এর উপর। যখন বলদ শিং হেলায় তখন পাথর নড়ে উঠে, সাথে সাথে পৃথিবীও প্রকম্পিত হয়। আর এটিই ভূমিকম্প।

৬৪। যে ব্যক্তি বরকতের জন্য সন্তানের নাম মুহাম্মাদ রাখবে, পিতা ও সন্তান উভয়ে জান্নাতে যাবে।

৬৫। আমার নামে সন্তানের নাম রাখ। কেননা, আলহ্ তায়ালা কসম করে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার নামের সাথে যার নাম মিলবে আমি কখনো তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাব না।

৬৬। মেরাজকেন্দ্রিক একটি ভিত্তিহীন কথা লোকমুখে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তা হল রসূলুলহ্ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালাম যখন সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) এই বলে সামনে অগ্রসর হতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন যে আমি আর এক কদম অথবা আর এক চুল পরিমাণ অগ্রসর হলে আমার ডানা সমূহ জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।

৬৭। হে মুহাম্মাদ! আপনি জুতা খুলবেন না। (জুতা নিয়েই আরোহণ করুন) কেননা, আপনার জুতা নিয়ে আগমনে আরশ ধন্য হবে। এটি বরকত লাভের কারণে অন্যের উপর গর্ববোধ করবে।

৬৮। একবার রসূলুলহ্ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালাম এর সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ) রাতের অন্ধকারে তাঁর বিছানায় ছিলেন। আম্মাজী আয়েশা (রাঃ) এর হাত থেকে একটি সুঁই পড়ে গেলে খোঁজাখুঁজির পরও তা পাচ্ছিলেন না। এমন সময় রসূলুলহ্ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালাম হেসে উঠলে তাঁর দাঁতের নূরের ঝলকে পুরো কামরা আলোকিত হয়ে যায়; ফলে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) সে নূরে তাঁর সুঁইটির সন্ধান পান।

৬৯। আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি আসমানসমূহ (কোন কিছুই) সৃষ্টি করতাম না।

৭০। যাকওয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য কিংবা চন্দ্রের আলোতে রসূলুলহ্ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালামের ছায়া দেখা যেত না।

৭১। আলহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।

৭২। জাবের (রাঃ) বলেন, আমি আলহ্ তায়ালার সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে রসূলুলহ্ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালামের নিকট জানতে চাইলে তিনি ইরশাদ করেন, হে জাবের! তা হল তোমার নবীর নূর।

৭৩। আমি আলহ্ তায়ালার নূরের (সৃষ্টি) আর আমার নূর থেকে সবকিছু (সৃষ্টি)।

৭৪। আমি আলহ্ তায়ালার নুরের (সৃষ্টি) আর মুমিনরা আমার নূরের (সৃষ্টি)।

৭৫। আমি আলহ্ তায়ালার (নূর) থেকে আর মুমিনরা আমার (নূর) থেকে।

৭৬। রসূলুলহ্ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালাম হযরত জিবরাইল (আঃ) কে তাঁর বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "একটি তারকা প্রতি সত্তর হাজার বছর পর পর উদিত হত, আমি সেটিকে সত্তর হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। এতে আপনি আমার বয়স আন্দাজ করে নিন। রসূলুলহ্ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালাম ইরশাদ করেন, সেটিই ছিল আমার নূর।

৭৭। হযরত আদম (আঃ) এর জন্মের চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমি (রসূলুলহ্ ছলালহু আলাইহি ওয়াছালাম) নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম।

৭৮। আলহ্ তায়ালা আমাকে তাঁর নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমার নূর দিয়ে আবূ বকরকে সৃষ্টি করেছেন। আবূ বকরের নূর দিয়ে উমরকে সৃষ্টি করেছেন। উমরের নূর দিয়ে সকল উম্মতকে সৃষ্টি করেছেন আর উমর হল জান্নাতীদের আলোকবর্তিকা।